জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in | /DigitalJagoBangla | /jagobangladigital | /jago_bangla | www.jagobangla.in

অপদার্থ বিজেপি

অপদার্থ বিজেপি সরকার। ঐতিহাসিক স্থান রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থ। দিল্লিতে হুমায়ুন সমাধিস্থলের পাশের দরগার ছাদ ভেঙে মৃত্যু হল ৫ জনের। আহত কম করে ১১ জন

বৃষ্টি কমবে

সাগরে নিম্নচাপ ওড়িশা-অন্ধ্র উপকূলে। বাংলায় প্রভাব নেই একেবারেই। শনিবার দক্ষিণের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই

বর্ধমানে লরিকে ধাক্কা বাসের, মৃত ১১ পুণ্যার্থী

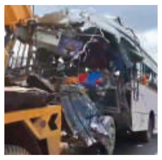

পার্ক স্ট্রিট-এসপ্লানেড মেট্রোর সুড়ঙ্গে মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

বিশেষ ই-সংখ্যা ● ১৬ অগাস্ট, ২০২৫ ● ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২ ● শনিবার ● ১০ পাতা ● Special E-Edition ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 16 August, 2025 ● 10 Pages ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ। সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা। শুক্রবার। ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ ■ ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াই স্মরণ করালেন মুখ্যমন্ত্রী

লড়াই বাংলার রক্তেই

প্রতিবেদন : স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বাংলাই সেদিন বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছিল। আজও আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুত। অন্যায় দেখলেই গর্জে উঠি। কারণ লড়াই আমাদের রক্তে। আগামী দিনেও দেশবাসীর সম্মান রক্ষার জন্য আমাদের সেই লড়াই জারি থাকবে। শুক্রবার স্বাধীনতা দিবসে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স বার্তায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানানোর পর রেড রোডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তিনি। বৃষ্টি ভেজা সকালে নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদানের পর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান শুরুর আগে রাজ্যের আইপিএস অফিসারদের সম্মাননাও প্রদান করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয় গার্ড অফ অনার।

স্বাধীনতা দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা : আমার সকল দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রণাম জানাই আমাদের পূর্বপুরুষ-পূর্বনারীদের। তাঁদের দেশপ্রেম, নির্ভীক আত্মবলিদানই এনেছিল স্বাধীনতা। প্রণাম জানাই এই বাংলার মাটিকে। যে মাটিতে জন্ম হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরা, মাস্টারদা সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, বাঘা যতীনের মতো সোনার ছেলে-মেয়েদের। (এরপর ৬ পাতায়)

জাতীয় পতাকা তোলার পর অভিবাদন মুখ্যমন্ত্রীর।

ড্যামেজ কন্ট্রোলে ব্যর্থ চেষ্টা মোদির

তৃণমূলের তোপ

প্রতিবেদন : প্রবল চাপে পড়ে এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলের ব্যর্থ চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষ, ভাষা-সন্ত্রাস থেকে শুরু করে অনুপ্রবেশ ইস্যু, এসআইআর, অপারেশন সিঁদুর—সবেতেই ব্যাকফুটে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী। বলছেন, সব ভাষাকেই সমান সম্মান দেওয়া উচিত। তাহলে সবার আগে দল থেকে সরিয়ে দিন অমিত মালব্যকে। তিনিই তো বলেছেন, বাংলা কোনও ভাষাই নয়, বাংলাদেশি ভাষা। বাংলা থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠতেই ব্যাকফুটে নরেন্দ্র মোদি। অনুপ্রবেশ প্রশ্নেও এখন ঢোক গিলতে হচ্ছে তাঁকে। তাই ব্যর্থতার দায় ঠেলেছেন অমিত শাহর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দিকেই। অমিত শাহর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে তাঁর নো-কনফিডেন্স। এছাড়া এসআইআর এবং অপারেশন সিঁদুর নিয়েও কেন্দ্র যে ব্যাকফুটে, তার প্রমাণ মিলেছে প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্যেই।

বাংলা ভাষা-সন্ত্রাস : বাংলা বিদ্বেষ ও ভাষা-সন্ত্রাসের জেরে দেশে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে বিজেপি। (এরপর ৬ পাতায়)

নার্সের দেহ নিয়ে বাম-বিজেপির মারামারি, শকুনের রাজনীতি

প্রতিবেদন : একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়েও নোংরা রাজনীতি বাম-রামের। মৃতদেহের দখল নিয়ে বিজেপি-সিপিএমের কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি, মারামারি! আর ঘটনাস্থলেই গাড়ির মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে মৃতার পরিবার-পরিজন। সিঙ্গুরের এক নার্সিংহোমে নার্সের রহস্যমৃত্যু নিয়ে শুক্রবার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সামনে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধাল বাম-বিজেপির কর্মীরা। দেহ হাইজ্যাক করতে দু'দলের মধ্যে তুমুল গোলমাল। ঘোলা জলে মাছ ধরতে মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি রাম-বামের এই রাজনীতিকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। হঠাৎ সেটাকে রাজনৈতিক ইস্যু কেন করতে চাইছেন? (এরপর ৩ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

চাই না

যেদিন থাকব না,
কোন দয়া চাই না।
কেউ মনেও রেখো না।
স্মরণও কোরো না।
দিও না কোনো ফুল।
জ্বেলো না কোনো আলো।
ছবি দেখিও না।
প্রচার চাই না।
এর থেকে ভালো,
সব ভুলে যাও।
ভুলে যাওয়াই ভালো।

রাজভবনেও সৌজন্যের কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : স্বাধীনতা দিবসের বিকেলের চা-চক্রে সমাজের বিশিষ্টরা। সেই অনুষ্ঠানেও সৌজন্যের কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে এসে রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সেরেই বসেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে। নানা কথা। পাশে মুখ্যসচিব, পিছনে উষা উত্থুপ। তাঁদের সঙ্গেও কথা হয়েছে এর মাঝেই। একে একে আমলারা এসে সৌজন্য সারছেন। এমন সময় এগিয়ে এলেন বাম নেতা বর্ষীয়ান বিমান বসু। মুখ্যমন্ত্রী উঠে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। শরীরের খোঁজ নিলেন। তারপর আমন্ত্রিত অতিথি আর সাংবাদিকদের সঙ্গে নানা কথা, নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন একেবারেই তাঁর পরিচিত মেজাজে এবং রাজ্যপালের আমন্ত্রণে চা-চক্রের সৌজন্যের কেন্দ্রবিন্দুতে।

নানা রকম
জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
16 August, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬) পরলোক গমন করেন। পশ্চিমবঙ্গের কামারপুকুরে এক দরিদ্র ও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে তিনি পুরোহিত হিসেবে কাজ করতেন। কালীসাধক হিসেবে তাঁর নাম দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সর্বধর্মকে সম্মান জানাতেন এবং অত্যন্ত সহজ ভাষায় গভীর কথা প্রাঞ্জল করে বোঝাতেন। আসলে এক আশ্চর্য পুরুষ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ! তাঁর প্রতিষ্ঠা সত্যে, স্থিতি অনন্ত করুণায়। তিনি বিত্তবান ছিলেন না, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী বা দার্শনিকও ছিলেন না; সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিচারে তাঁর কোনও পরিচয় ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময় পুরুষ, আনন্দই তাঁর স্বরূপ। তাঁর উপস্থিতিতে বসে 'আনন্দের হাট'। সে-হাটে

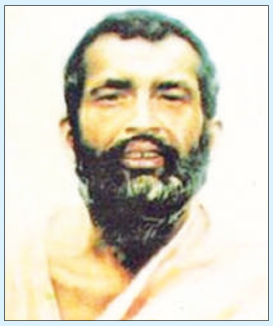

বিনামূল্যে মেলে অমূল্য প্রেম ও করুণা; যার স্বাদ নিতে আজও অগণিত মানুষের সমাগম হয় তাঁর কাছে। তাঁর অনুভবে সাধারণ মানুষ চলমান সাকার বিগ্রহ, অমৃতের সন্তান। আনন্দ তাঁর সহজাত স্বভাব। তিনি মানুষকে ভালবেসেছিলেন অন্তরের প্রেরণায়। কারণ, জগৎসমুদয়ে যখন তাঁর নিজের শরীরবোধ মূর্ত, তখন মানুষকে না ভালবেসে তাঁর আর উপায় নেই; জগতের দুঃখে বেদনার্ত না হয়ে পরিত্রাণ নেই। আবার একই সঙ্গে বেদনার নিবৃত্তিতেও তিনি সদাসচেষ্ট।

২০১৮ অটলবিহারী বাজপেয়ী (১৯২৪-২০১৮) শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। খ্যাতনামা সাংসদ হিসাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন চার দশকের বেশি সময়ে বাজপেয়ী লোকসভায় ৯ বার নির্বাচিত হন এবং রাজ্যসভায় দু'বার নির্বাচিত হন। এটি একটি অনন্য রেকর্ড। ১৯৯৬ সালে স্বল্প সময়ের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৯ সালের ১৩ অক্টোবর পরপর দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার নেন। এ ছাড়াও বিদেশমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা, সংসদের বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটির প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক সমতা জোরালো করার প্রবক্তা ছিলেন বাজপেয়ী। ১৯৯৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে কারগিল যুদ্ধ, পোখরানে পরমাণু নিরীক্ষণের পরের এই ভোটে বিজেপি ৫৪৩টি আসনের মধ্যে ৩০৩টি আসনে জেতে। ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে বাজপেয়ী ফের প্রধানমন্ত্রী হন। ২০০৪ সাল পর্যন্ত পূর্ণ সময়কাল সরকার চালান। ২০১৫ সালে ভারত সরকার অটলবিহারী বাজপেয়ীকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্মান ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৯২ সালে তিনি পদ্মবিভূষণ পান।

১৯৭৭ এলভিস প্রেসলি (১৯৩৫-১৯৭৭) এদিন মারা যান। 'মাথার ভেতরে ছিল এলভিস প্রিসলি, খাতার ভেতর তোমার নাম'— অঞ্জন দত্তের ম্যারি অ্যান গানের পঙ্‌ক্তিটির মাধ্যমে অনেকের মাথায় এলভিস প্রিসলি ঢুকে বসে আছেন। রক অ্যান্ড রোল ঘরানার কিংবদন্তি ছিলেন। গান শুধু নয়, পোশাক, ব্যক্তিত্ব— সবকিছু মিলিয়েই তিনি অনন্য। বিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় গায়কদের মধ্যে অন্যতম রকস্টার এলভিস প্রিসলি। বহুল বিক্রিত অ্যালবামের সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যেও তিনি অন্যতম। তাঁকে 'দ্য কিং' নামেও অভিহিত করা হয়। তিনটি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন, ৩৬ বছর বয়সে গ্র্যামি লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। সঙ্গীতে একাধিকবার 'হল অব ফ্রেম' খ্যাতি পেয়েছেন।

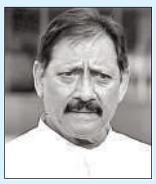

২০২০ চেতন চৌহান (১৯৪৭ - ২০২০) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে ৪০টি টেস্ট খেলেছেন চেতন চৌহান। ৩১.৫৭ গড়ে করেছেন ২০৮৪ রান। তবে কখনও সেঞ্চুরি করতে পারেননি। ৯৭ তাঁর সর্বাধিক স্কোর। টেস্টে ১৬ হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে সুনীল গাভাসকরের একদা ওপেনিং পার্টনারের। তবে, গাভাসকর-চৌহান ওপেনিং জুটি অন্তত দশবার একশোর বেশি রান করেছে।

১৯৪৬ কলকাতায় সংঘটিত হয় একটি ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও নরহত্যার ঘটনা। এদিন মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস নামে দেশব্যাপী প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেন। এই দিনটিই ছিল 'দীর্ঘ ছুরিকার সপ্তাহ' নামে পরিচিত কুখ্যাত সপ্তাহকালের প্রথম দিন। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পটভূমিতে এই প্রতিবাদ আন্দোলন থেকেই কলকাতায় এক ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ম হয়। মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শহরে চার হাজারেরও বেশি সাধারণ মানুষ প্রাণ হারান এবং ১,০০,০০০ বাসিন্দা গৃহহারা হন।

নজরকাড়া ইনস্টা

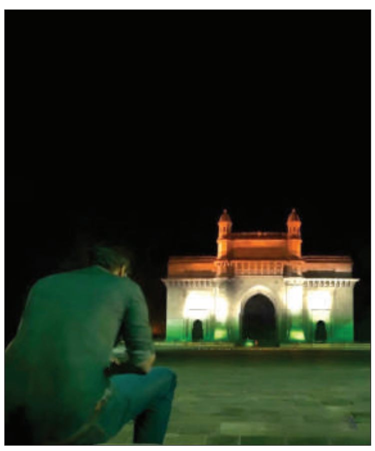

■ অজয় দেবগন

■ অক্ষয় কুমার

■ দেব

পার্টির কর্মসূচি

বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করলেন হুগলি জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৭৫

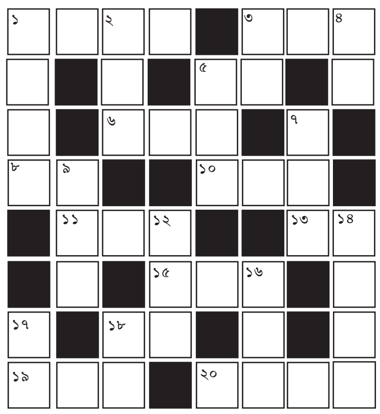

পাশাপাশি : ১. দুর্গের প্রহরাকক্ষ ৩. খাবল ৫. নষ্ট, নাশপ্রাপ্ত ৬. সূর্য ৮. হিন্দুদের এক পদবি ১০. সাধুপুরুষ ১১. সপত্নীসম্পর্কিত, বৈমাত্রেয় ১৩. অসংখ্য ১৫. প্রবল ঘূর্ণিঝড় ১৮. ফুলখড়ি ১৯. মনোভাব, ধারণা ২০. বিশুদ্ধ মদ।

উপর-নিচ : ১. লুকানো অস্ত্র ২. মূর্খতা ৩. খনিত স্থান ৪. দাগ, কলঙ্ক ৫. ক্ষতি ৭. —ধারা হল সারা ৯. রীতি ১২. সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ ১৪. চন্দ্র ১৬. পিতলের মূর্তি ইত্যাদি তৈরির শিল্পরীতিবিশেষ ১৮. জঙ্গম, গমনশীল ১৭. মেঘ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৭৪ : পাশাপাশি : ২. জ্বালানি ৪. আজুবা ৬. গোড় ৭. পরমাগতি ৮. তখন ১০. অনীক ১২. লবঙ্গফুল ১৩. দফে ১৪. সমর ১৬. ইতর। উপর-নিচ:১. ঋজু ২.জ্বালামালিনী ৩. নিয়তি ৪. আড়ত ৫. বাপন ৯. খট্বাঙ্গধর ১০. অলস ১১. কদর ১২. লম্বাই ১৫. মরা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

সুস্থ হয়েই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছবির আবদার ছোটদের

প্রতিবেদন : তিনি মুখ্যমন্ত্রী। ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর সন্তানসম। রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এসে প্রচণ্ড গরম আর ডিহাইড্রেশনে কয়েকজন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পড়ুয়াদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেন। সঙ্গে মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের হাতে ছাত্রীদের খাইয়ে দেন। তাদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আপ্লুত পড়ুয়ারাও। বাংলা কেন, এর আগে দেশের কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে এই ভূমিকায় দেখেনি কেউই। শুক্রবার বিকেলে রাজভবনে রাজ্যপালের চা-চক্রে গিয়েও সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায় এই পড়ুয়াদের কথা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। কয়েকজন পড়ুয়া গরমে এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর মন তখনও ব্যথিত। স্বস্তির খবর, সকলেই সুস্থ রয়েছে। যাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল থেকে, তাদের বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়।

রেড রোডের কুচকাওয়াজে শুক্রবার ১৮-২০ জন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের সঙ্গে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সকাল থেকে না খাওয়া, সেই সঙ্গে ডিহাইড্রেশনে পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বন্ধুদের অসুস্থ হতে দেখে অনেকের শরীর খারাপ লেগে গিয়েছিল। তবে অসুস্থরা যে ভাল আছে, তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওরা এখন অনেকটাই ভাল আছে। একজন বাদে বাকি সবাই উঠে বসেছে। একজন একটু অসুস্থ রয়েছে। তবে খুব শীঘ্র সেও সুস্থ হয়ে যাবে। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, একজনের স্যালাইন চলছে। আপাতত সব পড়ুয়াই পর্যবেক্ষণে রয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাদের একে একে ছেড়ে দেওয়া হবে।

নার্সের দেহ নিয়ে বাম-বিজেপির মারামারি, শকুনের রাজনীতি

(প্রথম পাতার পর)

গলায় ফাঁস লাগানো ছিল। এবার সেটা আত্মহত্যা না অন্য কিছু, পুলিশকে একটু তো তদন্ত করতে দেবেন! যাঁরা বিষয়টা জানেন না, তাঁরা এসে শুধু ঝাঁপিয়ে পড়লেই হবে? সব বিষয়েই রহস্য আছে বলে বসে পড়লেই হবে?

সিঙ্গুরের এক নার্সিংহোমে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় নার্স দীপালি জানার। এরপর দেহ শ্রীরামপুরের ওয়ালশ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ময়নাতদন্ত না করে তারা দেহ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে দেয়। শুক্রবার বিকেলে দেহ সেখানে পৌঁছতেই বিজেপি ও সিপিএম দেহ হাইজ্যাক করার কাজে লেগে পড়ে। দু'পক্ষের মধ্যে মৃতদেহের দখল নিয়ে ন্যক্কারজনক ধস্তাধস্তি শুরু হয়। দু'পক্ষকেই সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমে নার্সিংহোমের মালিক এবং মৃতার প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু পুলিশি তদন্ত চলা সত্ত্বেও বাম-বিজেপির এই দেহ কাড়াকাড়ি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের। নাম না করে কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, একটু পারলে খোঁজ নেবেন, সিঙ্গুরে এক প্রাক্তন বিধায়কের ছেলের নামে কোনও নার্সিংহোম ছিল কি না? আর সেখানে পরপর নার্সদের রহস্যমৃত্যু হয়েছিল কি না? আর হয়ে থাকলে তখন কীভাবে সেটা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মূর্খের স্বর্গ

ভাষাসন্ত্রাস, বাঙালি-বিরোধী সন্ত্রাস নিয়ে বিজেপির অবশেষে স্বাধীনতা দিবসে জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয়েছে! প্রধানমন্ত্রী এসবের বিরোধিতা করলেও এটা যে নিখাদ রাজনীতি, সেটা সকলে বুঝেছেন। কিন্তু অনুপ্রবেশ দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে প্রধানমন্ত্রী নিজের সরকারের ব্যর্থতার খাতাটাও হাট করে খুলে দিয়েছেন। প্রশ্ন এক, সীমান্ত সামলানোর দায়িত্ব কার? উত্তর, বিএসএফের। প্রশ্ন দুই, বিএসএফ কোন মন্ত্রকের অধীনে? উত্তর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। প্রশ্ন তিন, মন্ত্রকের দায়িত্বে কে? উত্তর, অমিত শাহ। তাহলে অমিত শাহ ব্যর্থ, ব্যর্থ তাঁর মন্ত্রক। অনুপ্রবেশ যদি হয় তাহলে প্রথম দায়িত্ব কাদের? সীমান্তরক্ষী বাহিনীর। তারা ব্যর্থ। তাহলে রাজ্যগুলির ঘাড়ে দোষ চাপানোর বদভ্যাস কবে বন্ধ হবে? আসলে বিজেপির রাজনীতি হল অনুপ্রবেশ হলে হতে দাও। এর থেকে আমাদের ফায়দা তুলতে হবে। কাশ্মীর সীমান্তে জঙ্গিদের ঠেকাতে পারি না। বিএসএফ ব্যর্থ, ব্যর্থ গোয়েন্দারাও। নিজেদের এই ব্যর্থতা ঢাকতে বাংলায় এসে অনুপ্রবেশ রাজনীতি করতে হয়। কিন্তু বাংলার মানুষ বুঝেছেন, বিজেপি আসলে অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজনীতি করতে চায়। নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার সময় বলেছিলেন, অনুপ্রবেশ আর জঙ্গি অনুপ্রবেশ বন্ধ করব। কিন্তু বাস্তবে কী হচ্ছে? ১১ বছর ক্ষমতায় থাকার পর স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে, অনুপ্রবেশ দেশে বড় ইস্যু! সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ! ভোটে জেতার জন্য কত মিথ্যাচার। দেশবাসী কি বুঝতে পারছেন না? যাঁরা জনতা জনার্দনকে মূর্খ ভাবছেন, তাঁরা নিজেরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

e-mail থেকে চিঠি

এই তো বিজেপির ছিরি!

কৃষকরা আলুর দাম পাচ্ছেন না। সেটা নিয়ে আন্দোলন করতে এসে আবারও বিতর্ক সৃষ্টি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঞ্চ থেকে তাঁর আলু ছড়িয়ে দেওয়ার উসকানিমূলক বক্তব্যের জেরেই বিভ্রান্তির সঞ্চার। রাস্তায় আলু ছড়িয়ে তার উপর উঠে, পা দিয়ে আলু মাড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে উদ্যত হলেন বিজেপি কর্মী- সমর্থকরা। যে ফসলের মূল্য নিয়ে আন্দোলন, সেই ফসলকেই রাস্তায় ফেলে পা দিয়ে চেপে থেঁতলে দেওয়া হল। বহু কষ্টের ফসলকে পদদলিত হতে দেখে ক্ষুব্ধ সিঙ্গুরের কৃষক মহল। বুধবার সিঙ্গুরের রতনপুর মোড়ে আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে সভা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। সিঙ্গুরের আলুচাষিদের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনার অজুহাতে বিজেপির কিষাণ মোর্চার ডাকে অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয় সিঙ্গুরের রতনপুর মোড় এলাকায়। তৈরি হয় অবস্থান মঞ্চ। চারিদিকে লাগানো হয় বিজেপির পতাকা। আর তার আগেই ‘অবিলম্বে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে রাসায়নিক সারের দাম কমাতে হবে’ এই দাবি তুলে সিঙ্গুরে শুভেন্দু অধিকারীর সভাস্থলের আশপাশে ব্যানার লাগিয়ে রেখেছিল সিঙ্গুর ব্লকের চাষিরা। সেখানে রাসায়নিক সারের দাম কমানোর দাবি জানানোর পাশাপাশি তুলে ধরা হয় ভিন রাজ্যে আলুর দাম। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সারের দাম কমানো উচিত। পাশাপাশি এ-রাজ্যের তুলনায় বিজেপি শাসিত রাজ্যে আলুর বাজারদর অনেক বেশি। আলু ছড়িয়ে আন্দোলনের কথা বলেই বস্তা খুলে বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর রোডের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় আলু। রাস্তায় ছড়িয়ে দেওয়া আলুর উপর উঠে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন বিজেপি কর্মী- সমর্থকরা। গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই বিপুল পরিমাণ আলুর উৎপাদন হয়েছে। যদি সত্যি তিনি কৃষকদের ভাল চান, তাহলে উদ্বৃত্ত আলু বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। যদি দরদ থাকে তাহলে কেন্দ্র সরকার পেঁয়াজ-সহ অন্যান্য ফসলে যেমন ভরতুকি দেয় আলু চাষেও ভরতুকি দিক।

— **সোমনাথ শী, সিঙ্গুর, হুগলি**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

রামরেডরা স্বাধীনতার শত্রু

জাতীয়তাবাদ নিয়ে এত হম্বিতম্বি! আসলে তো ওরা কোনওদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশই নেয়নি। কেউ দেখাতে পারবেন একজন গেরুয়া পার্টির নেতার নাম, যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন? যে তেরঙ্গা নিয়ে ওদের এত বুকনি সেই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার ঘোর বিরোধী ছিল ওই গেরুয়া পক্ষ। এই নষ্টামির ইতিহাস যাদের, তারাই আজ নষ্ট করতে চায় আমাদের ইতিহাস। আবার, ১৯৪৭ এর অগাস্ট মাসে আজকের রাম-বামদের পূর্বসূরিরা স্বাধীনতার লড়াইকে বয়কট করেছিল। স্বাধীনতার আসল শত্রুদের চেনাচ্ছেন **দেবু পণ্ডিত**

স্বাধীনতা দিবসে আমরা যখন শহিদদের স্মরণ করি, তখন আমরা যেন না ভুলি যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল। হেডগেওয়ার কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে এসে অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। তিনি মহারাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে একটাও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কি? সাভারকর মুক্তির পর ইংরেজ বিরোধী অবস্থান আর গ্রহণ করেননি। ভাই পরমানন্দ একই পথে গেছেন। আশুতোষ লাহিড়ীও তাই। শ্যামাপ্রসাদ তো জেলেও যাননি। সংগঠন হিসেবে হিন্দু মহাসভা বা আরএসএস সক্রিয়ভাবে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেছে এমন প্রমাণ নেই। দল হিসেবে করেনি। ব্যক্তি বিশেষ কংগ্রেসি আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন হয়তো। এঁরা সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন মুসলিম বিরোধিতায়। জিন্না ও তাঁর দলবল শক্তি ব্যয় করেছেন হিন্দু বিরোধিতায়।

ভাগ্যের বিড়ম্বনা যে এরাই আজ খাঁটি দেশভক্ত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই মতবাদের যোগদান শূন্য। এই কথা জনে জনে প্রচার করা হোক।

‘হর ঘর তিরঙ্গা’ আর ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’ শুনলে সাধারণ লোকের মধ্যে ধারণা হয় যে বর্তমান মোদি সরকারই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধাশীল এবং সর্বাধিক আবেগময়। জাতীয় পতাকার প্রতি যে কোনও অশ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি বা সংগঠনকে শাস্তিদানের জন্য এরা মুখিয়ে থাকে।

এই উগ্র জাতীয়তাবাদ দেখিয়ে কিন্তু ধর্মান্ধ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং হিন্দু মহাসভার আড়াল করে তাদের আসল ইতিহাস। তারা যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার প্রতি কী অশ্রদ্ধাশীল ছিল সেই অধ্যায়টি আড়াল করার চেষ্টা আর কী!

আসল সত্য হল যে এই দুই হিন্দুত্ববাদী দক্ষিণপন্থী সংগঠনই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তাদের সদস্যদের তো লিখিত নির্দেশ দিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে থাকতে। আর সাভারকর ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু মহাসভা সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। এর আগে হিন্দু মহাসভার সর্বোচ্চ নেতা, ভি ডি সাভারকর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য নির্লজ্জভাবে ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা কাপুরুষ পরম্পরা তৈরি করেন।

এই ভূমিকা বিশেষভাবে বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে ৯ অগাস্ট ১৯৪২-এর ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের সময়— যখন ব্রিটিশরা হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীকে জেলবন্দি করছিল এবং তাদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন

চালাচ্ছিল। হিন্দুত্ববাদীর দলের নেতা ও বাংলার মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই আন্দোলন বয়কটের ডাক দিয়ে ছিলেন। ভুলে যেন না যাই, সেদিন একইভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে পা মাড়ায়নি কম্যুনিস্ট পার্টিও।

শ্যামাপ্রসাদ ২৬ জুলাই, বাংলার গভর্নর জন হারবার্টকে একটি বিতর্কিত পত্রে স্বাধীনতার লড়াইকে প্রবলভাবে সমালোচনা করেন। তিনি আর্জি জানালেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে, ‘যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যদি কেউ জনগণের আবেগে নাড়া দিয়ে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বাধায় কিংবা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, তবে সরকারের তাকে অবশ্যই প্রতিহত করা উচিত।’ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ইংরেজ সরকারের আরও প্রীতিভাজন হওয়ার জন্য শ্যামাপ্রসাদ গভর্নরকে লিখলেন, ‘এই সংকট মুহূর্তে দেশ ও রাজ্যের সেবা করার জন্য আপনার একজন মন্ত্রী হিসেবে আমি আপনার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।’ একই রকম কথা কম্যুনিস্ট পার্টির পি সি যোশী লিখেছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গভর্নর হারবার্টকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, ‘‘বাংলার প্রাদেশিক সরকার এমনভাবে প্রশাসন চালাবে যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্যর্থ হবে।’’ তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন সরকার বাহাদুরকে যে, তাঁর দলের মন্ত্রীরা জনগণকে বোঝাবেন যে স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করেছে সেই স্বাধীনতা ইতিমধ্যে জনপ্রতিনিধিরা পেয়ে গিয়েছেন... ভারতীয়দের উচিত ব্রিটিশদের ওপর ভরসা রাখা।” সব লিখিত নথিতে আছে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে, ১৯৪৭-এর ১৭ ও ২২ জুলাই সংখ্যার মুখপত্র ‘অর্গানাইজার’-এ আরএসএস কংগ্রেসের মত ও পথের প্রকাশ্য বিরোধিতার কথা ঘোষণা করেছিল। এই পত্রিকায় বলা হয়েছিল, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা কোনওদিন তেরঙ্গা জাতীয় পতাকাকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করবে না। কারণ, ‘তিন’ সংখ্যাটাই অশুভর ব্যঞ্জনাবাহী আর তাই যে পতাকার তিনটে রং আছে সেটা জনমানসে নিঃসন্দেহে খারাপ প্রভাব ফেলবে এবং দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।

এই যুক্তিতে হিন্দু ধর্মের ত্রিমূর্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, অগ্রহণীয় এবং ভগবদ্গীতায় বর্ণিত ত্রিগুণ বর্জনীয়। ত্রিশূলেও তিনের প্রকাশ, তাই এটাও অশুভ! ‘বাঞ্চ অব থট্‌স’ শীর্ষক গ্রন্থে আরএসএস-এর দ্বিতীয় শীর্ষ ব্যক্তিত্ব এম এস গোলওয়ালকর লিখেছেন, ‘আমাদের নেতৃবর্গ দেশের নতুন পতাকা নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু তাঁরা এমনটা করলেন কেন?... আমাদের দেশ সুপ্রাচীন এবং মহান, সেটির একটি মহান অতীত রয়েছে। তাহলে কি আমাদের নিজস্ব কোনও পতাকা ছিল না? হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের কি কোনও জাতীয় প্রতীক বলে কিছু ছিল না? নিঃসন্দেহে ছিল। তাহলে আমাদের মননে এমন শূন্যতা কেন?’

গোলওয়ালকর চেয়েছেন পুরোপুরি হিন্দু পতাকা ‘ভাগওয়া ধ্বজ’ বা গেরুয়া রঙের চেরা পতাকাই ভারতের জাতীয় প্রতীক হোক। জাতীয় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা যে ভারতীয় সভ্যতার বহুত্ববাদের প্রতিনিধিত্ব করছে একেবারেই মানেননি।

গান্ধী-হত্যার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৮ মাসের জন্য যখন ভারতের তদানীন্তন উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আরএসএসের নেতৃবর্গকে জেলবন্দি করলেন, তখন আরএসএস জাতীয় পতাকার বিরোধিতার পথ পরিহার করে। জুলাই, ১৯৪৯-এ কারামুক্তির শর্ত হিসেবে তাদের মুচলেকা দিতে হয়েছিল যে তারা ভারতের জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

আর এখন আমাদের দেখতে হচ্ছে, জাতীয় পতাকার প্রতি যথাবিহিত মর্যাদা প্রদর্শনের অভাব ঘটলে নিরীহ নাগরিকদের পেটানোর দায়িত্ব নিচ্ছে সংঘ পরিবারের বাহুবলীরা।

এটাই হল নরেন্দ্র মোদির ও তাঁর সাম্প্রদায়িক দলের রাজনৈতিক গুরুকুলের পরম্পরা। সেদিনও তাঁদের পাশেই ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি। লাল গেরুয়া এক ছিল ‘এ আজাদি ঝুটা হ্যায়’ আবহে।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু। নাম রৌনিক সর্দার (২৩)। বুধবার রাতে বাড়ির ছাদে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় রৌনিককে। সাঁকরাইল থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

■ স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় রাজভবনের চা-চক্রে রাজ্যপাল ও অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শুক্রবার

গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা অভিষেকের

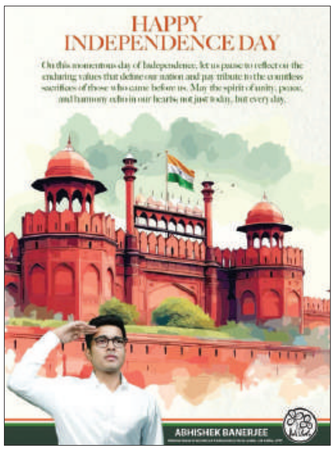

প্রতিবেদন : ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে বাংলার শহিদ ও কৃতীদের শ্রদ্ধা জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে দিলেন গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা। অভিষেক লিখেছেন, স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, কেড়ে নিতে হয়। ৭৮ বছর আগে এই দিনে ভারত স্বাধীনতার জন্য জেগে উঠেছিল। অপরিসীম ত্যাগ, সাহস এবং ঐক্যের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা। আজ, যখন আমরা আমাদের তিরঙ্গাকে অভিবাদন জানাই, তখন আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত: আমরা কি সেই ঐতিহ্যকে সম্মান করি? প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ ভয়, ক্ষুধা, অবিচার এবং বৈষম্য থেকে মুক্তি। দুঃখের বিষয় হল, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের নীতি দ্বারা পরিচালিত ভারতের ধারণাকে নষ্ট করা হচ্ছে। এই স্বাধীনতা দিবসে আসুন আমরা আমাদের গণতন্ত্র রক্ষা করার, সংবিধানকে সমুন্নত রাখার, প্রতিটি ভারতীয়র অধিকার রক্ষা করার, যেকোনও মূল্যে আমাদের অঙ্গীকার পুনর্নবীকরণ করি। এটাই আমাদের শহিদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রতিশ্রুতি পূরণ

বনগাঁ হাসপাতালে ভেন্টিলেটর যুক্ত অ্যাম্বুল্যান্স

সংবাদদাতা, বনগাঁ: আধুনিক ভেন্টিলেটর যুক্ত অ্যাম্বুল্যান্স পেল বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল। মানুষের দাবিকে মাথায় রেখে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে আইসিইউ ভেন্টিলেটর অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধন করা হল বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। অ্যাম্বুল্যান্সটির উদ্বোধন করেন বনগাঁ হাসপাতালের সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। অ্যাম্বুল্যান্স পেয়ে উচ্ছ্বসিত চিকিৎসক থেকে সাধারণ মানুষ। বনগাঁ মহকুমায় কোনও আইসিইউ ভেন্টিলেটর অ্যাম্বুল্যান্স নেই। ফলে ক্রিটিক্যাল রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তরে সমস্যা হত। সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন নিউমার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি ও সমিতির সম্পাদক নারায়ণ ঘোষ।

বিনা পারিশ্রমিকেই মূর্তি, শিল্পীর দাবিতে ফাঁস 'বিপ্লবী'দের কুকীর্তি

প্রতিবেদন : নির্যাতিতার নাম ভাঁড়িয়ে গত একবছরে অনেক ফায়দা লুটেছেন ধান্দাবাজ বিপ্লবী ডাক্তাররা। কিউআর কোডে জনসাধারণের থেকে কোটি-কোটি টাকা তুলে দেদার হয়েছে মোচ্ছব! এবার প্রকাশ্যে এল জুনিয়র চিকিৎসকদের আরও এক কারচুপি। আরজি কর ক্যাম্পাসে নির্যাতিতার মূর্তি বসানো নিয়েও হাজার হাজার টাকা নয়-ছয়! কয়েকমাস আগে আরজি করে নির্যাতিতা তরুণীর একটি মূর্তি বসানো হয়। কিউআর কোড দিয়ে তোলা কয়েককোটি টাকার যে হিসেব জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট দিয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই মূর্তির খরচ। ফ্রন্টের নেতারা সেই সময় বলেছিলেন, ওই মূর্তির জন্য শিল্পী ৫১ হাজার ৩০০ টাকা নিয়েছেন। এদিকে, মূর্তিশিল্পী বলছেন তিনি নাকি একটি টাকাও নেননি! বৃহস্পতিবার আরজি করের নির্যাতিতা তরুণীর মূর্তিশিল্পী অসিত সাঁই দাবি করেছেন, সেইসময় অত্যন্ত আবেগের জায়গা থেকে তিনি বিনামূল্যে ওই মূর্তি তৈরি করে দিয়েছিলেন। মূর্তি আরজি কর হাসপাতালে বসানোর জন্যও কোনও মূল্য গ্রহণ করেননি। এই নিয়ে জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টকে আক্রমণ করে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষ্কার দাবি, ফের বিবৃতি দিয়ে এই টাকা তছরুপের ব্যাখ্যা দিন! তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের প্রশ্ন, আরজি করের ঘটনা খুব খারাপ ঘটনা। এ নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সেটা নিয়ে রাজনীতি হতে হতে কোথায় পৌঁছে গিয়েছে, সেটা এখন মানুষ বুঝতে পেরেছেন। এখন তো আবার একটা নতুন জিনিস সামনে এসেছে। জুনিয়র্স ডক্টর্স ফ্রন্ট মৃতা তরুণীর মূর্তির খরচ নিয়ে যা দাবি করেছিল, তারপর ওই মূর্তির শিল্পী যে কথা বললেন, তাতে মূর্তির খরচের বিষয়টা কী দাঁড়াল? ওঁরা কি একটু বুঝিয়ে বলবেন?

দেহ হস্তান্তর নিয়ে গুজব পোস্টে সতর্ক করল পুলিশ

প্রতিবেদন: ব্রেন স্ট্রোকে এক শিক্ষকের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল। এই অভিযোগে শুক্রবার উত্তেজনা ছড়ায় ইএম বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতাল চত্বরে। অভিযোগ, পুলিশ নাকি দেহ হস্তান্তরের অনুমতি দেয়নি। ঘটনার পর এই নিয়ে কিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় আগাগোড়া মিথ্যে প্রচার শুরু হয়। যার জেরে উত্তেজনা আরও বাড়ে। ঘটনার পর ডিসিপি পূর্ব কলকাতা পুলিশের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে স্পষ্ট জানানো হয়, এরকম কোনও ঘটনাই ঘটেনি। পুরোটাই গুজব ও ভিত্তিহীন প্রচার। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সমাজমাধ্যমে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, দেহ পরিবারের হাতে হস্তান্তরের অনুমতি দেয়নি পুলিশ, ঘটনাটি বাস্তবে তা নয়। পরিবারের তরফে এরকম কোনও অভিযোগ আনা হয়নি। অভিযোগ করা হয়েছে শিক্ষকদের একটি সংগঠনের তরফে। পুলিশ বলছে, বাস্তবে কয়েকদিন আগে ওই ব্যক্তি ব্রেন স্ট্রোকের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। শুক্রবার সকালে তিনি মারা যান। তাঁর পরিবারের সদস্যরা পুরো সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে যান। শেষে পুলিশের তরফে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে সমাজমাধ্যমে এই ধরনের ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

■ রেনবো ক্লাব লেক টেরেসের খুঁটিপুজোয় মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার।

কৃতী হলে অপরাধ করে ছাড়! কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে পরিকল্পিত হামলার মাস্টারমাইন্ড হিসেবে হিন্দোল মজুমদারকে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যাদবপুরের এই প্রাক্তনী স্পেনে বসে হামলার ছক কষা থেকে শুরু করে ক্রমাগত উসকানি-প্ররোচনা দিয়েছেন বলেই খবর পুলিশ সূত্রে। শুক্রবার তাঁকে আলিপুর বিশেষ আদালতে পেশ করা হলে আদালত চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। কীভাবে পরিকল্পিত হামলার ছক কষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হিন্দোল, জানার চেষ্টা করবেন তদন্তকারীরা। পুলিশের দাবি, যাদবপুরের প্রত্যক্ষ হামলাকারীদের মোবাইল মেসেজের সূত্রেই হিন্দোলের যোগ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু 'কৃতী ছাত্র' অজুহাত দেখিয়ে পিঠ বাঁচাতে নানা মন্তব্য করছে বিরোধীরা। কড়া ভাষায় কচি মাও-মাকুদের সেইসব মন্তব্যের জবাব দিল তৃণমূল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, লাদেনও কৃতী ছাত্র ছিল। যেদিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হয়েছিল, সেদিন লাদেনও সেখানে ছিল না। যে কৃতী ছাত্র, তাঁর কৃতিত্ব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলছে না। কিন্তু সে যদি ফোন করে মেসেজ করে এটা করো, ওটা করো, পুলিশের কাছে যদি সেই তথ্য প্রমাণ থাকে, তাহলে পুলিশ অ্যাকশন নেবে। আপনি কৃতী মানে অপরাধ করবেন আর পুলিশ পদক্ষেপ নিতে পারবে না, তেমন তো কোনও আইন নেই! তাহলে আইনের সংশোধন করে কৃতীদের জন্য নম্বরের সঙ্গে অপরাধ বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি করে দিতে হবে।

মেট্রোর সুড়ঙ্গে দেহ

প্রতিবেদন : মাঝরাতে মেট্রোর সুড়ঙ্গে মিলল অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ। পার্ক স্ট্রিট থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের মাঝে সুড়ঙ্গের মধ্যে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে দেহ মেলে। খবর দেওয়া হয় নিউমার্কেট থানায়। মেট্রো কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তে। আরপিএফ সূত্রে খবর, রাত প্রায় সওয়া ২টো নাগাদ লাইন পরীক্ষা করতে গিয়ে পার্ক স্ট্রিট ও এসপ্ল্যানেডের মাঝে লাইনে যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন আধিকারিকরা।

শিক্ষকের মৃত্যু

সংবাদদাতা, হাড়োয়া: জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে মৃত্যু হল এক শিক্ষকের। নাম মনোয়ার হোসেন (৬২)। বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া হাড়োয়া থানার মল্লিকপুরের এক বেসরকারি স্কুলের ঘটনা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উত্তর থেকে দক্ষিণ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে মেতে উঠল বাংলা

ড্যামেজ কন্ট্রোলে ব্যর্থ চেষ্টা মোদির

(প্রথম পাতার পর)

তা বুঝতে পেরেই এবার ড্যামেজ কন্ট্রোলের মঞ্চ হিসেবে ১৫ অগাস্টের লালকেল্লাকে বেছে নেন প্রধানমন্ত্রী। জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে সব ভাষাকে সমান সম্মান দেওয়ার ঘোষণায় স্পষ্ট, প্রবল চাপে পড়েছে বিজেপি। বিজেপির ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তিনি। তাঁর দেখানো পথেই রাস্তা থেকে সংসদে পৌঁছে গিয়েছে সেই প্রতিবাদ। সংসদে ভাষা ইস্যুতে পুরো ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে। বাধ্য হয়ে এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর এই ড্যামেজ কন্ট্রোল শুধুই আইওয়াশ বলে তোপ দেগেছেন তৃণমূল সাংসদ মালা রায়। তিনি বলেন, এখন পাল্টি খেয়ে ভোটের রাজনীতিতে নেমে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির এই দ্বিচারিতা বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী আগে অমিত মালব্য ও দলের অন্যান্যদের ভাষা-শিক্ষা দিন। তারপর এসব কথা বলবেন। একুশে ভোটের আগে রবীন্দ্রনাথ সেজে নাটক করেছিলেন। শুধুই ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির অঙ্কে চলেন প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বাংলা ও বাঙালিদের উপর হেনস্থায় দেশব্যাপী, বিশেষ করে বাংলা থেকে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে তাতে নরেন্দ্র মোদি ব্যাকফুটে। বাংলায় কথা বললে বিজেপি রাজ্যে আটকে রেখে অত্যাচার করা হচ্ছে, বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে বাংলা নাকি বাংলাদেশের ভাষা, তারপরে এসব কথা আসে কী করে।

অনুপ্রবেশ : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে অনাস্থা : প্রধানমন্ত্রী নিজে বলছেন অনুপ্রবেশ রুখতে ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এটা তো সরাসরি আত্মঘাতী গোল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর উপর চূড়ান্ত নো কনফিডেন্স। এ-প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, সীমান্ত পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। মূলত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন বিএসএফের। এর বাইরে ডিফেন্স মিনিস্ট্রিও রয়েছে। সীমান্ত দিয়ে যদি অনুপ্রবেশ হয়, প্রধানমন্ত্রী তাহলে কাকে দোষ দিচ্ছেন? রাজ্যের দায়িত্ব নয় সীমান্ত পাহারা দেওয়া। স্থল, জল, অন্তরীক্ষের সীমান্ত প্রহরা দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। তাহলে প্রধানমন্ত্রী যদি বলেন অনুপ্রবেশ হচ্ছে, সেই গাফিলতি কেন্দ্রের। অমিত শাহর ডিপার্টমেন্টের। আপনার কথাতেই স্পষ্ট, সীমান্ত সুরক্ষায় ব্যর্থ কেন্দ্রের সরকার।

বৈধ নাগরিকদের হয়রানি কেন্দ্রের : এসআইআর প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের স্পষ্ট জবাব, বৈধ কোনও ভোটার, বৈধ কোনও নাগরিকদের যেন বাদ না দেওয়া হয়, তাঁদের যেন হয়রান না করা হয়। যতবার ওঁরা বলবেন অন্য দেশ থেকে আসার কথা, ততবার তাঁদের নিজেদের ব্যর্থতা সামনে এসে যাবে। আপনাদের বিএসএফ যদি সীমান্তে আটকে দেয়, তাহলে অনুপ্রবেশ ঘটবে কেন? আগে সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটার কেন্দ্রের দায়িত্ব ছিল। এখন ৫০ কিলোমিটার বাড়িয়েছেন। তাহলে আপনারা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারছেন না কেন? অনুপ্রবেশ ঠেকালে এসআইআরের প্রশ্নই তো আসে না। যারা সীমান্ত সুরক্ষায় ব্যর্থ, যাদের ব্যর্থতায় এই অনুপ্রবেশ, তারাই বৈধ নাগরিকদের, ভারতবর্ষের নাগরিকদের হয়রান করছে।

অপারেশন সিঁদুর খুড়োর কল : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দার চেষ্টা করছে। তৃণমূলের প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী আগে জবাব দিন, দেশের প্রশ্নে আমরা সবাই কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে ছিলাম, তারপরও কেন পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করতে পারলেন না? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেছেন, দেশের স্বার্থে সবাই এক। তারপরেও কেন ট্রাম্পের পোস্ট থেকে জানতে হচ্ছে সংঘর্ষবিরতির কথা? জবাব দেবেন প্রধানমন্ত্রী? এখন অপারেশন সিঁদুরকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে বড় বড় কথা বলবেন, সেটা কি মেনে নেওয়া যায়?

আত্মনির্ভর ভারত নয়, স্বনির্ভর বাংলা : কুণালের আরও সংযোজন, প্রধানমন্ত্রী মুখে বলেন আত্মনির্ভর ভারত। একচুয়ালি স্বনির্ভর বাংলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেখিয়েছেন। আত্মনির্ভর ভারতে গোটা দেশবাসীর উপরে আর্থিক চাপ। অন্যদিকে স্বনির্ভর বাংলা দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাপ্য টাকা না দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকল্প পদ্ধতিতে আর্থিক সুরক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন। আত্মনির্ভর ভারত সোনার পাথর বাটি। মানুষকে কথার মায়াজালে ভুলিয়ে রাখা। বাস্তব হচ্ছে, স্বনির্ভর বাংলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেখিয়েছেন।

শুধু কথার জাগলারি : এছাড়া জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন, সবই কথার জাগলারি। সবাই বুঝতে পারছেন কেন্দ্রের আর্থিক নীতিতে কীভাবে সাধারণ মানুষের উপরে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এখন ২০৪৭-এ কী হবে এসব শোনাচ্ছেন। মানুষ পুরোপুরি বুঝতে পারছেন এসব ভাঁওতা।

লড়াই বাংলার রক্তেই

(প্রথম পাতার পর)

এই বাংলাই সেদিন বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছিল। নতমস্তকে আরও প্রণাম জানাই বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়কে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, যিনি আমাদের দিয়েছিলেন 'বর্ণপরিচয়', শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে, যাঁর বিখ্যাত বাণী ছিল 'যত মত তত পথ', স্বামী বিবেকানন্দকে, যিনি বিশ্বের দরবারে আমাদের মাথা উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে, যাঁর 'বন্দে মাতরম' গানে (যা আজ জাতীয় গান) এই দেশ মুখরিত হয়েছে। আর প্রণাম জানাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, যিনি আমাদের শিখিয়েছেন 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির', যিনি শুনিয়েছেন 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', যা আমাদের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে, যিনি লিখেছেন 'জনগণমন অধিনায়ক', যা আজ এই স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত। আরও যত মনীষী আমাদের নবজাগরণের সময় থেকে বাংলা তথা ভারতকে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন, সকলকে প্রণাম।

আগামী দিনেও এই পথিকৃৎদের দেখানো পথে প্রত্যেক দেশবাসীর সম্মান রক্ষা করার জন্য আমাদের লড়াই জারি থাকবে। যে সোনার দেশের স্বপ্ন দেখে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেছিলেন, সেই দেশ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। আমি নিশ্চিত, এই লড়াইয়ে মানুষ আমাদের পাশেই থাকবেন। জয় বাংলা। বন্দেমাতরম। জয় হিন্দ।

পুলিশ অফিসারদের পদক প্রদান : শুক্রবার নেতাজি মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের পর মমতা বন্দোপাধ্যায়কে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। এরপর কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য ছয় পুলিশ অফিসারকে পদক প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। এ বছর 'চিফ মিনিস্টার পুলিশ মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস' পেলেন আইজি (মালদা রেঞ্জ) দীপনারায়ণ গোস্বামী, গৌরব শর্মা, মিরাজ খালিদ ও দেবস্মিতা দাস। 'চিফ মিনিস্টার পুলিশ মেডেল ফর কমেন্ডেবল সার্ভিস'

পেলেন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা ও বাঁকুড়ার এসআই ঈশ্বর সোরেন। এরপর একে একে কলকাতা পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন শাখার কুচকাওয়াজ পরিবেশিত হয়। কুচকাওয়াজে অংশ নেন বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারাও।

নানা রঙে রঙিন কুচকাওয়াজ : রাজ্য পুলিশের নানা শাখার কুচকাওয়াজের পর শুরু হয় রাজ্য সরকারের দফতর ভিত্তিক ট্যাবলো প্রদর্শনী। পর্যটন দফতরের দুর্গা-থিম ট্যাবলো দিয়ে সূচনা। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের 'একতাই সম্প্রীতি' প্রদর্শনীতে একসঙ্গে হাঁটেন নানা ধর্মের মানুষ। নারীশক্তির সাফল্য তুলে ধরতে কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রদর্শনীর সময় স্পিকারে বাজে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুর দেওয়া গান। শ্রম দফতরের পদযাত্রায় শোনা যায় তাঁরই আরেকটি সুর—বাংলা জিতবে, জিতবে...। বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের পদযাত্রায় ছিল মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দৃঢ় বার্তা—পড়ুয়াদের হাতে বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় লেখা বর্ণলিপি পোস্টার। হিন্দি, গোর্খা এমনকী ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলও বাংলায় লেখা পোস্টার নিয়ে অংশ নেয়। যুব ও ক্রীড়া দফতরের ট্যাবলোয় বাজল মুখ্যমন্ত্রীর লেখা জনপ্রিয় স্লোগানধর্মী গান 'খেলা হবে'-র নতুন সংস্করণ। সম্প্রতি ভিনরাজ্যে বাঙালিকে হেনস্থার অভিযোগের প্রেক্ষাপটে, এবারের কুচকাওয়াজে বাঙালি পরিচয় ও সংস্কৃতির মর্যাদা তুলে ধরা হল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইংলিশ চ্যানেলজয়ী সাঁতারু আফরিন জাবিকে শুভেচ্ছা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক খোরশেদ আলি কাদরির

দিদিকে বলো-য় ফোন করে ওড়িশা থেকে মুক্তি মিঠুনের

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বাংলা ভাষায় কথা বলায় ওড়িশায় চরম হেনস্থার শিকার হন শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মিঠুন বর্মন। কোনও উপায় না পেয়ে 'দিদিকে বলো'-তে ফোন করেন। আর তাতেই মিলল মুক্তি। ফিরে এলেন শীতলকুচির বাড়িতে। ওঁর অভিযোগ, বিপদে পড়ে এলাকার বিজেপি বিধায়ককে ফোন করলেও কোনও সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। অগত্যা দিদিকে বলো-য় ফোন করেন। মিঠুন ফিরতেই এদিন তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া দেখা করেন ওঁর সঙ্গে।

মিঠুন জানিয়েছেন, ওড়িশা পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়ে মারধর করে এবং মোবাইল ফোন ও টাকা কেড়ে নেয়। 'বাংলাদেশি' বলে পুশব্যাক করার চেষ্টাও করছিল। ঘাবড়ে গিয়ে শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মনকে ফোন করলেও সমাধান মেলেনি। রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। জগদীশ বলেন, ওড়িশা পুলিশ অমানবিক অত্যাচার করেছে। ওঁর কর্মসংস্থানের ব্যাপারে চেষ্টা করা হবে।

■ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার সঙ্গে মিঠুন বর্মন।

মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

পুণ্যার্থীবোঝাই বাসের ধাক্কা লরিতে বর্ধমানে মৃত্যু ১১ যাত্রীর, আহত ৩৪

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ফের মানবিক সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বর্ধমানের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার। মৃতদের ২ লক্ষ টাকা। গুরুতর আহতদের ১ লক্ষ টাকা। তুলনায় কম আহতদের ৫০ হাজার টাকা। শুক্রবার রাজভবনে চা-চক্রের ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায় জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাধীনতা দিবসের দিন সকালেই মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১১ জনের। সংখ্যাটা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বর্ধমান থানার ফাগুপুরে দাঁড়িয়ে-থাকা লরির পিছনে পুণ্যার্থীবোঝাই একটি বাস ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে নয়জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। আহত ৩৪। জখমদের মধ্যে ছয়টি শিশুও রয়েছে। জখমরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়েই উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী আহতদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন। জানা গিয়েছে, মৃত ও জখমদের বাড়ি বিহারের মোতিহারে। শুক্রবার সকালে গঙ্গাসাগর থেকে বিহারের রাজগীর হয়ে বাড়ি ফেরার সময় বর্ধমানের ফাগুপুরের কাছে বাসটি দাঁড়িয়ে-থাকা লরির পিছনে ধাক্কা মারে। বাসের যাত্রীরা গুরুতর জখম হন।

জখম যাত্রী সঞ্জয় পাসোয়ান জানান, ৮ অগাস্ট তাঁরা বিহারের মোতিহার থেকে দেওঘরের বাবাধাম গিয়েছিলেন। সেখানে থেকে গঙ্গাসাগরে স্নান করে এদিন রাজগীর ঘুরে বাড়ি ফেরার কথা ছিল। তার মধ্যেই

সকালে দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তিনি জানান, বাসে ৪৫ জন ছিলেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে যান জেলা পরিষদ সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, বিডিএ চেয়ারম্যান উজ্জ্বল প্রামাণিক, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক খোকন দাস, জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার।

হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হাসপাতালের সমস্ত দফতরের সঙ্গে সমন্বয় করে মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। একইসঙ্গে আহত ও নিহতদের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সরকারি খরচে নিহত ও আহতদের বাড়ি পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৃতদের দেহ শনাক্ত করে দ্রুততার সঙ্গে যাতে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া যায় তাও নিশ্চিত করা হচ্ছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাসচালক ঘুমিয়ে পড়ার জন্যই দুর্ঘটনা।

রাজ্যের উদ্যোগে ফিরলেন আমির

■ ভিন রাজ্যে অত্যাচারের কথা বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সিকে বলছেন আমির।

সংবাদদাতা, মালদহ : অবশেষে রাজ্যের উদ্যোগে বাড়ি ফিরলেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া মালদহের শ্রমিক আমির শেখ। রাজস্থানে কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেফতার হন আমির। পরিবারের অভিযোগ, কোনও কথা না শুনে জোর করে ওঁকে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিওর মাধ্যমে বাড়ির লোক সব জানতে পারেন। তারপরেই রাজ্য সরকার ও তৃণমূল নেতৃত্ব উদ্যোগ নেয়, তাতেই তিনি ভারতে স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন গভীর রাতে বাড়িতে ফিরে এলেন। এদিন যুবকের বাড়িতে তাঁকে সংবর্ধনা দেন মালদহ জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি।

প্লাবিত গঙ্গারামপুর সক্রিয় সেচ বিভাগ

সংবাদদাতা, গঙ্গারামপুর : পুনর্ভবা নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর ও তপন ব্লকের রামপাড়া চেঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। শুক্রবার ভোরে যাদববাটি ঝাড়তলা এলাকায় প্রায় ২০ মিটার বাঁধ ভেঙে গিয়ে প্লাবিত হয় নন্দনপুর অঞ্চলের আমতলিঘাট, সুতইল, বাসোর, সুড়সুড়ি, গোনাহর ইত্যাদি বিস্তীর্ণ এলাকা। সেইসঙ্গে জলের তলায় চলে যায় মাঠের ফসল। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন সেচ আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে ফুলেফেঁপে উঠেছে পুনর্ভবা নদী। বর্তমানে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। এরই মাঝে শুক্রবার ভোরে নন্দনপুরের ঝাড়তলায় বাঁধ ভাঙে। তার জেরে প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা। ডুবে যায় মাঠের ফসল। প্রশাসন দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

■ পরিদর্শনে সেচ দফতরের আধিকারিকরা।

প্রভাত ফেরিতে ভিমরুল-হানা আহত ৩০ পড়ুয়া, গুরুতর সাত

সংবাদদাতা, সবং : স্বাধীনতা দিবসে স্কুলে প্রভাত ফেরি চলাকালীন ভিমরুলের কামড়ে আহত স্কুলের শিক্ষক-সহ ৩০ জন ছাত্রছাত্রী। তাঁদের মধ্যে সাতজন গুরুতর আহত।

জানা গিয়েছে, ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সকাল থেকেই সবং ব্লকের বলপাই পশুপতি সুরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের পক্ষ থেকে প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়। রাস্তা দিয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা সাইড ড্রাম বাজিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই ভিমরুলের দল এসে হানা দেয়। অতর্কিত আক্রমণে প্রভাত ফেরি ছেড়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করেন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে কয়েকজন শিক্ষক-সহ প্রায় ৩০ জন ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে

সাতজনের অবস্থা গুরুতর। আহতদের সবং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

সংশোধনাগারে ইতিহাস নিয়ে নাটক দেখলেন আবাসিকরা

অপরাজিতা জোয়ারদার ● ইসলামপুর

কেউ অপরাধী হয়ে জন্মায় না। কোনও পরিস্থিতিতে অপরাধ করে ফেলে। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও আর পাঁচজনের মতো থাকে মানবিকতা, শিল্পগুণ। ইসলামপুর মহকুমা সংশোধনাগারের আবাসিকরাও ব্যতিক্রম নন। তাঁদের কেউ হত্যার অপরাধে, কেউবা চুরি বা ছিনতাইয়ে অভিযুক্ত। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে মানবিক গুণ। তাঁদের এই মানবিকতাকে সম্মান জানাতে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে ইসলামপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ব্যবস্থাপনায় এবং ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসনের সহযোগিতায় ইসলামপুর সংশোধনাগারের ভিতর আবাসিকদের জন্য আয়োজিত হয়েছিল এক বিশেষ অনুষ্ঠান। ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে জেলখানার গুরুত্ব অপরিসীম। এমন কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামী নেই বললেই চলে যিনি জেলের ভেতর ব্রিটিশ পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হননি। তাই স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ক্ষেত্রে এবার বেছে নেওয়া হয়েছিল সংশোধনাগার পরিসরকে। কালিয়াগঞ্জ থেকে আগত যাত্রিক নাট্যগোষ্ঠী-র উপস্থাপনায় বীরবিপ্লবী যতীন দাস ও অন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মঞ্চস্থ হয় নাটক 'বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে'। এছাড়াও ছিল 'ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাংলা' শীর্ষক এক প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী জনাব গোলাম রব্বানি, ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল প্রমুখ। সংশোধনাগারের আবাসিকরা নাটক দেখে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। তাঁরা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

দেশ বিদেশ

16 August, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আফগানিস্তানে ক্ষমতা পুনর্দখলের চতুর্থ বর্ষপূর্তি। পালন করল তালিবান শাসক। রাজধানী কাবুলের পাশাপাশি উত্তরের সার-ই-পুল থেকে দক্ষিণের কান্দাহর পর্যন্ত শুক্রবার সকালে ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, মোটরবাইকে তালিবান যোদ্ধারা যোগ দেন কাবুল দখলের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উৎসবে

ভাষাসন্ত্রাস : প্রলেপের চেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর

পাল্টা কটাক্ষে বিঁধল তৃণমূলও

প্রতিবেদন: এতদিন চোখ বুজে থেকে অবশেষে বেকায়দায় পড়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী! দেশজুড়ে বাংলা ভাষাভাষীর মানুষ ও গরিব পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর লাগাতার গেরুয়া সন্ত্রাস চলছে। জাতীয় সঙ্গীতের ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে দাগিয়ে দিয়ে অপমান করছে বিজেপি। বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ করতে গিয়ে এবার নিজেরাই রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে বিজেপি। তা বুঝতে পেরে স্বাধীনতা দিবসে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টায় নামলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার লালকেল্লা থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে তাঁর মন্তব্য, সব ভাষাকে সমান সম্মান দেওয়া উচিত। প্রশ্ন উঠছে, চাপে পড়েই কি এই বিলম্বিত বোধোদয়? মোদির মন্তব্যে স্পষ্ট যে বাংলা ভাষা এবং বাঙালিদের অপমান করে নিজেরাই প্রবল চাপে পড়েছে বিজেপি।

বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দেখানো পথেই সংসদের ভিতরে ও বাইরে ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাগাতার আওয়াজ উঠছে। দলমত নির্বিশেষে বাংলার মানুষ জাতীয় সঙ্গীতের ভাষাকে অপমানের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। সংসদে ভাষা ইস্যুতে লোকসভা ও রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেস মোদি সরকারকে তুলোধোনা করেছে। সংসদের বাদল অধিবেশনের কয়েকদিন ভাষা ইস্যুতে উত্তাল হয়। অধিবেশন কক্ষের বাইরেও লাগাতার বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। ভাষার মর্যাদা রক্ষার ইস্যুতে কংগ্রেস, আরজেডি, ডিএমকের মতো বিরোধী দলগুলি তৃণমূলকে সমর্থন জানিয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর এই ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টাকে স্রেফ আইওয়াশ বলে মনে করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল।

দলের লোকসভার সাংসদ মালা রায় বলেন, বাংলায় ভোট আসছে তাই বোধোদয়। বাংলায় ভোট পাবে না এটা বুঝে গিয়েছে বিজেপি। তাই এখন পাল্টি খাচ্ছে। দলকে বাঁচাতে ভোটের রাজনীতিতে নেমে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির এসব দ্বিচারিতা বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। যারা বাংলা ভাষাকে আদৌ সম্মান করে না তাদের মুখে এসব কথা মানায় না। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় একইভাবে এই ইস্যুতে তীব্র নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। তিনি বলেন, দেশবাসীকে কী বোঝাবেন মোদি? তার আগে বিজেপি পার্টিতে অমিত মালব্য এবং অন্যান্য নেতারা, যাঁরা উল্টোপাল্টা বলছেন বাংলা ভাষা নিয়ে, উনি তাঁদের আগে শিক্ষা দিন। যেসব বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাঙালি নিপীড়িত, অত্যাচারিত হচ্ছে তাদের আগে গিয়ে বলুন। মোদিকে তোপ দেগে তৃণমূল সাংসদ আরও বলেন, জাতীয় সঙ্গীত বাংলায় রচনা হয়েছে। ২০২১ সালের ভোটের আগে বড় দাড়ি রেখে রবীন্দ্রনাথ সেজে উনি নাটক করেছিলেন। শুধু ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির অঙ্কেই চলেন প্রধানমন্ত্রী।

ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় শুক্রবার পালন করা হল ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস।

অসমের কাছাড় জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে শুক্রবার পালন করা হল ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুস্মিতা দেব-সহ নেতৃত্ব।

বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে হেনস্থার মুখে

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট সপরিবারে নিহত হন বাংলাদেশের স্থপতি মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির মদতে ওইদিন নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু-সহ তাঁর পরিবারের মোট ১৮ জনকে। এতদিন বাংলাদেশে জাতীয় শোকদিবস হিসাবে পালিত হত দিনটি। কিন্তু ইউনুস জমানায় নিষিদ্ধ হয়েছে আওয়ামি লিগ। বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলেও সরকার ও রাজাকার বাহিনীর তাণ্ডবের মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। শুক্রবার সেই দৃশ্যই দেখা গেল। রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভেঙে দেওয়া বাড়িতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়া এক মহিলাকে চরম হেনস্থা করে ফেরত পাঠাল পুলিশ। কেড়ে নেওয়া হল পুষ্পস্তবক। অন্য আরেকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বদলের বাংলাদেশে এবার এই ন্যক্কারজনক ছবিই দেখা গেল।

দিল্লিতে হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ ভেঙে মৃত্যু হল ৫ জনের

রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে উদাসীন কেন্দ্র

প্রতিবেদন: মুঘল যুগের ইতিহাসকে যেমন পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দিচ্ছে মোদি সরকার, ঠিক তেমনই উদাসীন সেই সময়কার ঐতিহাসিক স্থাপত্য সংরক্ষণে। মোদি জমানায় দেশের ঐতিহাসিক স্থাপত্যশৈলীগুলির রক্ষণাবেক্ষণে অযত্ন নিয়ে অভিযোগ এর আগেও বারবার উঠেছে। তারপরও কোনও হেলদোল নেই প্রচারসর্বস্ব এই সরকারের। ঐতিহাসিক স্থাপত্য সংরক্ষণে সরকারি অবহেলার জেরেই শুক্রবার বিকেলে ভেঙে পড়ল দিল্লির ঐতিহাসিক হুমায়ুন স্মৃতিসৌধের একটি গম্বুজ। এর জেরেই প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন। আশঙ্কা করা হচ্ছে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে। কারণ ধ্বংসাবশেষের তলায় কয়েকজনের চাপা পড়ার আশঙ্কা করছে দিল্লি পুলিশ।

ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্থাপত্যের তালিকার অন্যতম নিদর্শন দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্র। মুঘল স্থাপত্যশৈলীর প্রথম উদাহরণ হিসাবে দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকায় অবস্থিত এই হুমায়ুন স্মৃতিসৌধকে চিহ্নিত করেন পুরাতত্ত্ববিদরা। এদিন স্বাধীনতা দিবসের ছুটি থাকায় দুর্ঘটনার সময় সমাধিক্ষেত্রের ভিতরে অনেক পর্যটক ছিলেন বলে দিল্লি পুলিশ দাবি করেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের মোট পাঁচটি ইঞ্জিন উদ্ধারে নামে।

'শান্তির দূত' হতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট!

প্রতিবেদন: তিনি নাকি 'শান্তির দূত'! দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে বারবার এমন দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের। মার্কিন প্রেসিডেন্টের আরও দাবি, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চলা যুদ্ধের অবসানে তিনিই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। সেই তালিকায় তিনি রেখেছেন পহেলগাঁও পরবর্তী ভারত-পাকিস্তান সংঘাতকেও। যদিও ভারত এ-বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কথা স্বীকার করেনি। তবু নাছোড় ট্রাম্প ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব ফের একবার দাবি করে জানালেন, ভারত এবং পাকিস্তান সম্ভবত পরমাণু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমেরিকাই তা হতে দেয়নি।

শুধু ভারত-পাকিস্তান সংঘাত নয়, ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ছ'মাসে তিনি বিশ্বের নানা প্রান্তে চলা ছ'টি যুদ্ধ বন্ধ করেছেন বলে এবার দাবি করলেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট বলেন, ছ'মাসে ছ'টি যুদ্ধের সমাধান করেছি। এতে আমি খুব গর্বিত। সমস্যার সমাধান করে শান্তি স্থাপন করেছি। আর এই সূত্রেই ট্রাম্পের দাবি, আমি মনে করি আমার নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের আগে এভাবেই নিজেকে শান্তির দূত বলে জাহির করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ জিতলেন ভারতীয় 'এ' দলের মহিলারা

প্রত্যয়ী মোলিনা, সেরা এগারোর খোঁজে অস্কার

প্রতিবেদন : দুই প্রধানের দুই চাণক্যের একজন ডার্বি জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে চান। অন্যজন প্রথমবার বড় ম্যাচ জয়ের স্বাদ পাওয়ার লক্ষ্যে সেরা কম্বিনেশন তৈরির চেষ্টায়। প্রথমজন মোহনবাগান কোচ জোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। দ্বিতীয়জন ইস্টবেঙ্গল সারথি অস্কার ব্রুজো। গত কয়েকদিনের রুদ্ধদ্বার অনুশীলনে নানা রণকৌশল পরখ করে সেরা একাদশ বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্ল্যান 'এ' এবং প্ল্যান 'বি' তৈরি করে ফেলেছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। ডার্বিতে দুই স্প্যানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই অন্যতম আকর্ষণ। মোহনবাগানে মনবীর সিং কিয়ান নাসিরিদের চোট থাকলেও কোচকে স্বস্তি দিয়েছে দুই বিদেশি ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজ ও টম অলড্রেডের ফিট হয়ে যাওয়া এবং টিমের ভারতীয় ব্রিগেড। দিমিত্রি পেত্রাতোস শহরে আসার পর নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে তৈরি করে ডার্বিতে মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত। গত কয়েক বছরে অনেক বড় ম্যাচ গোল করে জিতিয়েছেন মোহনবাগান সমর্থকদের আদরের দিমি। রবিবার আরও একটা ডার্বি জিতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে মুখিয়ে অস্ট্রেলীয় তারকা।

মোহনবাগান নয়, গোয়ার গ্রুপে রোনাল্ডোর দল

ভারতে অনিশ্চিত সিআর সেভেন

প্রতিবেদন : এএফসি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ ভারত থেকে খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও এফসি গোয়া। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আল নাসের কোন গ্রুপে থাকে তা জানার আগ্রহ নিয়ে শুক্রবার দুপুরে কুয়ালালামপুরে ড্রয়ের দিকে নজর ছিল ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের। সবুজ-মেরুন তথা বাংলার সমর্থকদের নজর ছিল মোহনবাগানের গ্রুপের দিকে। কিন্তু মোহনবাগান নয়, রোনাল্ডোর দল আল নাসের পড়ল গোয়ার গ্রুপে। মোহনবাগান তুলনামূলকভাবে সহজ গ্রুপে। তবে চুক্তির কারণে রোনাল্ডোর ভারতে খেলতে আসার সম্ভাবনা বেশ কম। এমনটাই খবর। তবে ড্রয়ের দিন কুয়ালালামপুরে উপস্থিত আল নাসের কর্তারা এই নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি। মোহনবাগান সমর্থকরা হতাশ রোনাল্ডোর আল নাসেরকে প্রিয় দলের সঙ্গে এক গ্রুপে দেখতে না পেয়ে।

সূত্রের খবর, আল নাসেরের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী পর্তুগিজ মহাতারকা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে বাধ্য নন। ক্লাব রোনাল্ডোকে চাপ দিতে পারবে না। একমাত্র ভারতে আসা নির্ভর করছে সিআর সেভেনের ইচ্ছার উপর। ৩২টি দলকে আটটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। 'সি' গ্রুপে রয়েছে মোহনবাগান। জোসে মোলিনার দলের সঙ্গে রয়েছে ইরানের সেপাহান এসসি, জর্ডনের আল হুসেইন এবং তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফসি। ইরানের সেপাহান এশিয়ান ফুটবলে বড় নাম। ২০০৭ সালে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ রানার্স হয়েছিল। আহাল এফসি গোয়ার মতোই প্লে-অফ জিতে এসিএল টু-এর গ্রুপ পর্বে উঠেছে। অন্যদিকে, জর্ডনের আল হুসেইন ঘরোয়া লিগে শক্তিশালী। তবে গ্রুপে সেপাহানকে সামলে দ্বিতীয় দল হিসেবে নক আউটে

এসিএল ড্র অনুষ্ঠান। কুয়ালালামপুরে।

খেলার স্বপ্ন দেখতেই পারে মোলিনার মোহনবাগান। গতবার নিরাপত্তার কারণে ইরানে খেলতে যায়নি মোহনবাগান। টুর্নামেন্ট থেকে সাসপেন্ড হতে হয়। এবার তেহরানে গিয়ে সেপাহানের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। এদিন ড্রয়ের পর সেপাহানের কর্তারা আশ্বাস দিয়ে বললেন, মোহনবাগান নির্বিঘ্নে খেলতে পারবে ইরানে গিয়ে।

গোয়ার গ্রুপে আল নাসের ছাড়া রয়েছে তাজিকিস্তানের এফসি ইস্তিকলোল এবং ইরাকের এফসি আল জাওরা। কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা হতাশ হলেও মানোলো মারকুয়েজের গোয়া ঘরের মাঠে রোনাল্ডোর দলের বিরুদ্ধে খেলবে। সিআর সেভেন না এলেও ফাতোরদায় খেলতে দেখা যেতে পারে সাদিও মানে, ইনিগো মার্টিনেজদের। এদিন এএফসি জানিয়েছে, কোনও ভেনু নিয়ে সমস্যা হলে নিরপেক্ষ মাঠে খেলা হবে। অফিসিয়াল ম্যাচ বল 'প্যারাডাইস'। আগে এই বলে কখনও খেলা হয়নি। পূর্ণাঙ্গ সূচি জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে শুক্রবার রাত অথবা শনিবার সকাল পর্যন্ত। মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ সম্ভবত ১৬ সেপ্টেম্বর।

আজ জামশেদপুর যাচ্ছে ডায়মন্ড হারবার

প্রতিবেদন : মোহনবাগানের বিরুদ্ধে বড় হারের ধাক্কা সামলে ডুরান্ড কাপের নক আউটে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ডায়মন্ড হারবার এফসি। রবিবার ডার্বির দিন প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে কিবু ভিকুনার দলের সামনে জামশেদপুর এফসি। খালিদ জামিল জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ায় দলের অন্তর্বর্তী কোচ হয়েছেন স্টিভেন ডায়াস। ম্যাচ বিকেল ৪টে থেকে। শনিবার সকালেই টিম বাসে জামশেদপুর রওনা হচ্ছেন লুকা মাজসেনরা। প্রতিপক্ষ দলে বিদেশি না থাকলেও জামশেদপুরের ভারতীয় ব্রিগেড সমীহ করার মতো। তাছাড়া জয়ের হ্যাটট্রিক করেই তারা নক আউটে।

নক আউটের প্রস্তুতি জবিদের।

ডায়মন্ড হারবার নক আউট পর্বে পাবে না ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভেইরাকে। মোহনবাগান ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন। কার্ড সমস্যায় নেই দুই ডিফেন্ডার নরেশ সিং ও মেলরয়। নরেশ আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখেছিলেন। তবে কিবুর হাতে বিকল্প রয়েছে। তাই ক্লেটনের না থাকা বা কার্ড সমস্যা নিয়ে ভাবছেন না ডায়মন্ড হারবার কোচ। অভিজ্ঞ বিক্রমজিৎ সিং অথবা কিমার মধ্যে একজন সেন্ট্রাল ডিফেন্সে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মিকেল কোর্তাজারের সঙ্গী হতে পারেন।

ক্লেটন না থাকায় দুই বিদেশি নিয়ে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে নামবে ডায়মন্ড হারবার। মিকেল ছাড়া দ্বিতীয় বিদেশি লুকা। কোচ কিবুর সহকারী দেবরাজ চট্টোপাধ্যায় বললেন, ক্লেটন না থাকলেও আমাদের গোল করার লোক রয়েছে। জামশেদপুরে বিদেশি না থাকলেও সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। খেলা হবে ১১ বনাম এগারো। ওদের ভারতীয় ব্রিগেড কম যায় না। সবাই আইএসএলে খেলে। তাই আমাদের বড় পরীক্ষা।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যেই প্রস্তুতি রোহিতের

মুম্বই, ১৫ অগাস্ট : ২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপে তাঁর খেলা নিয়ে ঘোর সংশয় রয়েছে। আপাতত দীর্ঘ বিরতির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন রোহিত শর্মা। নিজেকে তৈরি রাখতে ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ারের কাছে ছুটিয়ে অনুশীলন করছেন রোহিত। হিটম্যানের প্রস্তুতির ভিডিও ভাইরাল।

খাতায়-কলমে রোহিত এখনও ভারতের ওয়ান ডে অধিনায়ক। কিন্তু তাঁর বিকল্প ইতিমধ্যেই ভেবে রেখেছেন নির্বাচকরা। শুভমন গিলের হাতে ওয়ান ডে নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দেওয়ার ভাবনাচিন্তাও নাকি করছে ম্যানেজমেন্ট। ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে নতুনদের দেখে নেওয়ার সুযোগটাও হাতছাড়া করতে চাইছেন না গৌতম গম্ভীররা। তবে রোহিত, বিরাট কোহলিরা মাঠের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতিতে খামতি রাখছেন না। রোহিতের অনুশীলনের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁর অনুরাগীরা যেন স্বস্তি পেয়েছেন। জিমে কসরত করার পাশাপাশি নেটেও ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করতে দেখা গিয়েছে হিটম্যানকে। ভক্তরা বলছেন, অন্তত নিজেকে ফিট রাখার চেষ্টায় ত্রুটি রাখছেন না। মাঠে নিশ্চয় ম্যাজিক দেখাবেন।

২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০। তিন ফরম্যাটের মধ্যে দু'টিতেই অবসর নিয়েছেন। খুব বেশি ওয়ান ডে খেলার সুযোগও পাবেন না। তাই নিজেকে ফিট রাখার জন্য বাড়তি পরিশ্রম করতে হবে। বোর্ডের শর্ত মেনে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলে নিজেকে ৫০ ওভারের ফরম্যাটের জন্য তৈরিও রাখতে হবে। ফলে চ্যালেঞ্জিং হতে যাচ্ছে রোহিতের বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন।

বুলার বাড়িতে আবার চুরি

প্রতিবেদন : প্রাক্তন সাঁতারু বুলা চৌধুরীর হিন্দমোটরের দেবাইপুকুরের বাড়িতে বড় মাপের চুরি হয়েছে। পদ্মশ্রী সাঁতারু বুলা এই বাড়িতে এখন থাকেন না। তবে মাঝে মাঝে আসেন। সেই বাড়ির পিছনের দরজা ভেঙে এই চুরি হয়েছে। প্রচুর স্মারক, মেডেল ও পুরস্কার উধাও হয়েছে। ঘরের অবস্থাও একেবারে লন্ডভন্ড। আগেও বুলার বাড়িতে এমন চুরি হয়েছিল। যা নিয়ে তদন্ত চলছে। এরমধ্যেই আবার চুরি। প্রাক্তন সাঁতারুর পরিবারের পক্ষ থেকে উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

নতুন মরশুমে আরও ট্রফি চাই ইয়ামালদের

মায়োরকা, ১৫ অগাস্ট : শনিবার লা লিগা দিয়ে নতুন মরশুম শুরু করছে বার্সেলোনা। মায়োরকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ লামিনে ইয়ামালদের। মায়োরকার মাঠে খেলতে হবে বার্সাকে। মরশুম শুরুর আগে নিজেদের লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছে হান্সি ফ্লিকের দল। গত মরশুমে লা লিগা ঘরে তুললেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল বার্সাকে। এবার মরশুমে সব ট্রফি জয়কেই পাখির চোখ করেছেন কোচ, ফুটবলাররা।

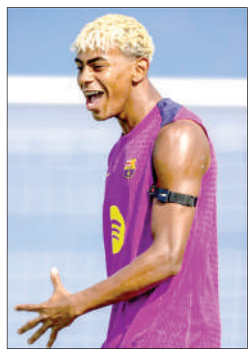

আক্রমণে ইয়ামাল, রাফিনহা, রবার্ট লেয়নডস্কির ত্রিফলায় এবারও বড় ভরসা রাখছে বার্সেলোনা। তবে ৩৭ লেয়নডস্কির বিকল্পও তৈরি রাখতে হবে কাতালান জায়ান্টদের। ফ্লিক বলেছেন, গতবার আমরা রক্ষণ সংগঠনে আমাদের খামতি ছিল। এবার আমরা সেই জায়গায় উন্নতি করতে চাই। মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগে আরও ভারসাম্য বাড়াতে চাই। যাতে আরও বেশি গোল করতে পারি এবং নিজেদের গোল অক্ষত রেখে আরও বেশি ম্যাচ জিততে পারি। ইয়ামালদের কোচ আরও বলেন, যেভাবে প্রি-সিজন হয়েছে তাতে আমি খুশি। ফুটবলে ভুল হবেই। আশা করি, আমরা উন্নতি করব এবং ভুল কম করার চেষ্টা করব।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালে দুই পর্ব মিলিয়ে ৬-৭ ব্যবধানে হেরে ছিটকে যেতে হয়েছে। ইয়ামালদের কোচ বলছেন, মজার ফল আমাদের জন্য সুখের ছিল না। এবার আমাদের অনেক সতর্ক থাকতে হবে।

মাঠে ময়দানে
16 August, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইশান্ত শর্মার দাবি, অস্ট্রেলিয়া সফরে আমি রবি শাস্ত্রীকে বলেছিলাম এই দলে কাউকে দরকার থাকলে সেটা বুমরা

এশিয়া কাপের পরই টেস্ট, দল নিয়ে চিন্তায় নির্বাচকরা

মুম্বই, ১৫ অগাস্ট : এশিয়া কাপ ফাইনালের তিনদিনের মধ্যে আমেদাবাদে শুরু হয়ে যাবে ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট। ভারত যদি এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলে তাহলে শুভমন গিল ও যশস্বী জয়সওয়ালের মতো অল ফর্ম্যাট ক্রিকেটারদের তিনদিনের মধ্যে নেমে পড়তে হবে সাদা থেকে লাল বলের ক্রিকেটে। ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে জাতীয় নির্বাচকদের।

শুভমনকে এশিয়া কাপ দলে রাখতে চান অজিত আগারকররা। একই চিন্তা যশস্বীকে নিয়েও। ভাবনায় আছেন জসপ্রীত বুমরা এবং মহম্মদ সিরাজও। যেমন কুলদীপ যাদব আর ওয়াশিংটন সুন্দরকেও এশিয়া কাপ ও টেস্ট দলে একসঙ্গে দেখা যেতে পারে। এরমধ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর উত্তরাঞ্চল দলকে নিয়ে দলীপ ট্রফিতে নামবেন সদ্য ইংল্যান্ডে ৭৫৪ রান করে আসা শুভমন। অন্য কোনও টি-২০ সিরিজ হলে হয়তো নির্বাচকরা তাঁকে বিশ্রাম দিতেন। কিন্তু এশিয়া কাপ বলে শুভমনকে খেলানোর কথা উঠছে। তাছাড়া টি-২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব অস্ত্রোপচারের পর মাঠে নামার অবস্থায় না থাকলে নেতৃত্বে নাম উঠবে শুভমনের।

এশিয়া কাপে শুভমন খেললে দলীপের দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি খেলবেন না। আর ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনাল খেললে তাঁকে পরদিনই উড়ে আসতে হবে আমেদাবাদ টেস্টের জন্য।। এশিয়া কাপ ফাইনাল ও আমেদাবাদ টেস্টের মাঝে মোটে ৭২ ঘন্টা সময়। তবে শুভমনকে এশিয়া কাপে খেলানো না হলে সঞ্জু স্যামসন দলে আসবেন। প্রশ্ন হল শুভমনকে এশিয়া কাপে খেলানো হলে নির্বাচকরা কি যশস্বীকেও খেলাবেন? সেটা নাও হতে পারে। তিনি ৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে দলীপে নামবেন। তারপর এশিয়া কাপের জন্য দুবাই গিয়ে আবার আমেদাবাদে ফেরার ঝক্কি নির্বাচকরা যশস্বীর উপর নাও চাপাতে পারেন।

প্রশ্ন রয়েছে শ্রেয়স, কুলদীপ, ওয়াশিংটনকে নিয়েও। শ্রেয়স ইংল্যান্ড সফরে জায়গা পাননি। বাকি দু'জন ওখানে ছিলেন। শ্রেয়সকে পশ্চিমাঞ্চলের অধিনায়ক না করায় একটা বার্তা রয়েছে যে তিনি হয়তো এশিয়া কাপে খেলবেন। সেক্ষেত্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে তাঁকে রাখা হবে না। এদিকে, দুবাইয়ের স্লো পিচের কথা ভেবে কুলদীপ ও ওয়াশিংটনকে ভাবা হচ্ছে। কিন্তু কুলদীপের বদলে রবি বিষ্ণোই হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ওয়াশিংটনের ব্যাপারটা আলাদা। ইংল্যান্ডে সাফল্যের পর তাঁকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে নির্বাচকদের। কিন্তু এশিয়া কাপ ফাইনাল খেললে তিনদিন পর আমেদাবাদে খেলতে হতে পারে তাঁকেও।

ইংল্যান্ডে দুর্দান্ত বল করে আসার পর সিরাজ এশিয়া কাপে মোটামুটি নিশ্চিত। তাঁকে দলীপের দলে রাখা হয়নি। এটা হয়তো তারই ইঙ্গিত। কিন্তু বুমরাকে নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এশিয়া কাপে খেললে তাঁকেও খুব কম সময়ের মধ্যে আমেদাবাদ টেস্টে নামতে হবে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কাছে এটাই চাপের। সিরাজের বেলায় কিন্তু এই চাপ নেই।

পাক ম্যাচ না খেলা নিয়ে অনড় ভাজ্জি

মুম্বই, ১৫ অগাস্ট : দেশ অনেক বড় ব্যাপার। দেশের কাছে ক্রিকেট খুব ছোট। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে না খেলা নিয়ে এখনও অনড় হরভজন সিং। লেজেন্ডস ক্রিকেটে হরভজনরা পাকিস্তান ম্যাচ না খেলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখনও নিজের জায়গা থেকে সরে আসেননি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭০০ উইকেট নেওয়া প্রাক্তন অফস্পিনার। তিনি মনে করেন এশিয়া কাপেও ভারতের একই ভূমিকা নেওয়া উচিত।

হরভজনের কথায়, যাদের সঙ্গে টেনশন আছে, টক্কর আছে, তারা ঠিক না হলে খেলা নয়। এটা আমার মত। আমি মনে করি দেশের সামনে ক্রিকেট খুব ছোট ব্যাপার। আমার কাছে যে জওয়ানরা দেশের সীমানা রক্ষা করছেন, যাঁদের পরিবার তাঁদের দেখা পায় না, যাঁরা দেশের জন্য জীবন দিচ্ছেন, তাঁদের এই আত্মবলিদান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর কাছে একটা ক্রিকেট ম্যাচ ছেড়ে দেওয়া কোনও বড় ব্যাপার নয়। খুন আর পানি একসঙ্গে চলতে পারে না। দাবি তাঁর।

শুভমন ভারতীয় দলে থাকতে এসেছে : শাস্ত্রী

লন্ডন, ১৫ অগাস্ট : ইংল্যান্ডে শুভমন গিল যেভাবে ব্যাট করেছেন তাতে মুগ্ধ রবি শাস্ত্রী। তিনি তরুণ অধিনায়ককে শুধু দরাজ সার্টিফিকেট দেননি, পাশাপাশি এও বলেছেন যে শুভমন লম্বা সময় ভারতীয় দলে খেলবেন। তিনি জাতীয় দলে থাকতে এসেছেন।

২৫ বছরের শুভমন পাঁচ টেস্টের সিরিজে ৭৫৪ রান করেছেন। গড় ৭৫.৪০। রয়েছে চারটি সেঞ্চুরি। এরমধ্যে বার্মিংহামে তিনি দুই ইনিংসে ২৬৯ ও ১৬১ রান। প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসাবে ইংল্যান্ডের মাটিতে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন শুভমন। এক টেস্টে তিনি যে ৪৩০ রান করেছিলেন সেটা টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের ঘটনা।

শাস্ত্রী স্কাই স্পোর্টসে বলেছেন, এটা বললে কোনও প্রশ্ন উঠবে না যে শুভমন লম্বা সময় ভারতীয় দলে থাকতে এসেছে। মাত্র ২৫ বছর বয়স ওর। আর কী সিরিজটাই না ও খেলেছে ইংল্যান্ডে।

এরপর শুভমন অনেক ম্যাচ পাবে। ও আরও অনেকদূর এগিয়ে যাবে। বাইশ গজে শুভমন যে মানসিকতা ও সৌন্দর্য নিয়ে ব্যাট করেন তারও প্রশংসা করেছেন শাস্ত্রী। তাঁর কথায়, ভীষণ কম্পোজড। ঠিক সময়ে বলের কাছে পৌঁছে যায়। নিজের খেলাকে খুব ভাল জানে। ওকে দেখলে মনে হয় খুব সহজে ব্যাট করছে। ভীষণ সাবলীল। আর শুভমন লম্বা ইনিংস খেলার ক্ষমতা রাখে।

আইসিসির জুলাই মাসের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন শুভমন। ক্রিকেট দুনিয়ায় নিজের উচ্চতাকে অনেক বাড়িয়ে নিয়েছেন ইংল্যান্ড সিরিজে। অনেকেই তাঁর ব্যাটিংয়ে উচ্ছ্বসিত। বাদ যাচ্ছেন না শাস্ত্রীও। তিনি শুভমনকে লম্বা রেসের ঘোড়া বলে দিয়েছেন।

৭৯তম স্বাধীনতা দিবস...

দেশবাসীকে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শচীন, হার্দিক, রোহিত, ইরফান, বিরাট ও আকাশ দীপ।